advertisement

সেন্টমার্টিনে ৬৬৩৪ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১৭ অক্টোবর ২০২২ ০৯:০৮ এএম

4
Shares

সংগৃহীত ছবি

advertisement

প্রতি বছর বেড়াতে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ফেলে যাওয়া ময়লা-আবর্জনায় সৌন্দর্য হারাতে বসেছে প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। যত্রতত্র ফেলে যাওয়া এসব বর্জ্য কুড়িয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কেওক্রাডং বাংলাদেশের ৬২ জন স্বেচ্ছাসেবক। গত ১০ অক্টোবর থেকে টানা তিন দিনে তারা অপসারণ করেন ৬৬৩৪ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য।

স্বেচ্ছাসেবীরা জানান, তারা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সেন্টমার্টিনের প্রতিটি অলিগলি ও সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে প্লাস্টিকের বোতল, প্যাকেট ও পলেথিনসহ নানা ধরনের ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করেন।

advertisement 3

জানা যায়, কেওক্রাডং বাংলাদেশ ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে সেন্টমার্টিন দ্বীপে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওশান কনজারভেন্সির বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কোস্টাল

advertisement

সর্বশেষ

বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে ঘরে আগুন, পুড়ে দাদি-নাতনির মৃত্যু

ঢাকায় আজ ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হতে পারে

আইআইইউসির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌদির ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারির সাক্ষাৎ

ফুলবাড়ীতে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন গ্রেনেড উদ্ধার

ইরানের এভিন কারাগারে আগুন, হতাহত ৬৫

সব খবর

কেওক্রাডংয়ের স্বেচ্ছাসেবীরা এসব প্লাস্টিক বর্জ্য ২০৫টি বস্তায় ভর্তি করে সেন্টমার্টিন থেকে টেকনাফে নিয়ে আসেন। এর পর ইউনিলিভার বাংলাদেশের চট্টগ্রামের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তায়নকারী সংস্থা ইপসা- এ বর্জ্যগুলো কেওক্রাডং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বুঝে নেন। বর্জ্যগুলো সেখান থেকে ট্রাকযোগে চট্টগ্রামে নিয়ে যান। সেখানে বর্জ্যগুলোকে প্লাস্টিকের প্রকারভেদে আলাদা করে চট্টগ্রামে অবস্থিত রিসাইক্লারদের কাছে হস্তান্তর করেন।

advertisement

কেওক্রাডং বাংলাদেশের সমন্বয়কারী মুনতাসির মামুন বলেন, সামুদ্রিক আর্বজনা বা মেরিন ডেবরিজ বর্তমান দুনিয়াতে বহুল আলোচিত। এর মূল কারণ হিসেবে মেরিন ডেবরি থেকে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক বা যে কোনো ধরনের প্লাস্টিকের কণা সামুদ্রিক পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে । তাতে আমাদের খাদ্যশৃঙ্খলায় প্লাস্টিকের উপস্থিতি, মানবদেহে, রক্তে, মলে এমনকি মাতৃদুধেও প্লস্টিকের অস্বিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। এর ভয়াবহতার পরিমাপ আমাদের এখনো পুঙ্খানুপঙ্খভাবে করা সম্ভব হয়নি।

advertisement

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ভৌগলিক কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের অন্তিম গন্তব্য যে কোনো জলাধারে হয়ে থাকে। আর সেন্ট মার্টিনের মতো ছোট দ্বীপে পড়ে থাকা প্লাস্টিক যদি মূল ভূখ- নিয়ে আসা না হয় তবে এর পরিণাম শুধু এ দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়বে বা পরে বঙ্গোপসাগরে। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেই পরিণামকে যতটা সম্ভব সীমিত করা।

সেন্টমার্টিনের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান বলেন, সেন্টমার্টিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার এ উদ্যোগটি খুবই প্রশংসনীয়। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হওয়া সম্ভব হবে। আগামীতে সেন্টমার্টিনে এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করলে দ্বীপের পরিবেশের জন্য উপকার বয়ে আনবে।

4
Shares

advertisement

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : [redacted] প্রকাশক : [redacted]
১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪
ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

আমাদেরসময়

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০২২
Privacy Policy